120

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUL 199
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

২৬ ২৭ জুলাই আবার ধর্মঘট

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবীতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের ডাকে এই ধর্মঘট পালন শেষে ছাত্র ঐক্য নেতারা একই দাবীতে আগামী ২৬ ও ২৭ জুলাই রবি ও সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

৩-এর পাতায় দেখুন

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও আগামী রবি ও সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছে। বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীসহ ছাত্র সংগঠনগুলো জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। গতকাল ধর্মঘট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলেনি, যানবাহন চলাচল করেনি। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে যাননি। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য কর্মীরা ভোরেই কলাভবন, বাণিজ্য ভবন, প্রশাসনিক ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের গেটগুলো বন্ধ করে দেয়। ধর্মঘট চলাকালে তারা কলাভবন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা অবিলম্বে বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে শ্লোগান দেয়। তারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিযোগ করেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন। মিছিল শেষে ঢাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র মৈত্রী সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, মনজুর এ খোদা টরিক, সাইফুর রহমান তপন, মহসীন সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার প্রস্তাবকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের অপসারণ দাবী করেন। তারা উচ্চ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নেয়ার দাবী জানান। বক্তাগণ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিকভাবে সীমাহীন বৃদ্ধি করা ছাত্র বেতন ও ফি ছাত্রছাত্রীরা দেবে না। বর্ধিত বেতন ও ফি কমাতেই হবে। না হয় আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দলীয়করণ ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে ব্যস্ত। তারা শিক্ষার উন্নয়ন কিছুই করতে পারেনি। সেই ব্যর্থতা ঢাকতে তারা ছাত্র বেতন-ফি বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি দেখানোর চেষ্টা করছেন। তাদের এই ষড়যন্ত্র ছাত্রসমাজ প্রতিহত করবে।

বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবীতে মুজিববাদী ছাত্রলীগও গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে। পরে অপরাজেয় বাংলা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি কমাতে হবে। না হয় ছাত্রলীগ সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তবে তারা ছাত্রছাত্রীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে জড়িত না হওয়ার আহবান জানান। সমাবেশে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, আনোয়ার হোসেন, শাহজাহান সাজু, বাহাদুর বেপারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী দল কর্তৃক ছাত্রদল নেতা লান্টুকে নৃশংসভাবে আহত করার নিন্দা জানান।